সারসংক্ষেপ

সাল ১৯০৯, অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ছোট জনপদ বালুরঘাটে গড়ে ওঠেছিল একটি নাট্যসংস্থা 'বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'। সদ্যগঠিত বালুরঘাট মহকুমায় (১৯০৪) শিক্ষিত রুচিসম্মত সংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তিদের আগমন হতে শুরু হল, বসবাস স্থাপন করলেন, মনকে সুস্থ ও আনন্দ দানের জন্য গড়ে তুলে ছিলেন বর্তমান 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির'(১৯০৯)। তারও পূর্ব থেকেই বালুরঘাটে চিত্তবিনোদনের জন্য নাটক অভিনীত হত। ১৯০৯ সাল থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' নাটক পরিবেশন করে চলেছে। চারের দশকে আর একটি নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছিল অজ গ্রাম বোয়ালদাড়ে- 'বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা'(১৯৪২)। উক্ত সংস্থাটি বর্তমানে সক্রিয় আছে। উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে ঘটে যাওয়া দেশের বিভিন্ন ঘটনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আগষ্ট আন্দোলন, তে-ভাগা আন্দোলন, বিভিন্ন রকম বিপ্লবী আন্দোলন, মন্বন্তর প্রভৃতি সারা ভারতের সঙ্গে বালুরঘাটকে আন্দোলিত করেছিল। চারের দশকের সূচনায় গঠিত হয়েছিল 'ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৪২)। উক্ত সংস্থার একটি শাখা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৪)। গণনাট্য সংঘ ক্রমশ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রচারকেই একমাত্র উদ্দ্যেশ মনে করায় নাটকের শিল্পোৎকর্ষ বা নাটকের বহুমুখী সম্ভবনা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এই বিষয়টি অনেক নাট্য কর্মী মানতে পারলেন না ফলে তাঁরা এই প্রচারমুখী নাট্যাভিনয় থেকে সর এসে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুললেন। গণনাট্য আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ নবনাট্য আন্দোলন।

বালুরঘাটে নবনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠল নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। অবশ্য এই সময়ের পূর্বে শান্তিরঞ্জন গুহ, সত্যরঞ্জন তালুকদার, নির্মলেন্দু তালুকদার, অমলেশ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিদের নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে বালুরঘাটের নাট্যজগতের উন্নতি সাধন হয়েছে। পাঁচের দশক থেকে বালুরঘাটে বহু নাট্য সংস্থা গড়ে উঠেছে- 'তরুণতীর্থ', 'ত্রিশূল', 'ত্রিতীর্থ', 'তূণীর', 'বালুরঘাট নাট্যকর্মী', 'লোকায়ন', 'নাট্যতীর্থ', 'প্রগতি' প্রভৃতি। উক্ত নাট্য সংস্থা নাটক পরিবেশন করেছে। ইংরেজ আগমনের পর 'ওল্ড প্লে হাউস'(১৭৫৩) থেকে রঙ্গমঞ্চের আলোচনা শুরু এবং হেরাসিম স্টেপনোভিচ লিবেদফ এর 'দি ডিসগাইড'(কাল্পনিক সংবদল) ১৭৯৫ থেকে বাংলা নাটকের আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে আমাদের নাট্যসংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কলকাতার বাইরেও বিভিন্ন জেলায় নাট্যচর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের নাট্যচর্চারও উল্লেখ যোগ্য। মঞ্চ, নাট্যাভিনয়, নাটকের বিষয়বস্তু অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি নিয়ে বহু গবেষণা হলেও বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের কিন্তু কোথাও স্থান হয়নি। অথচ এই নাট্যমন্দিরই জন্ম দিয়েছিল বাংলার প্রথম সার্থক ও শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটকের। 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' ছাড়াও বালুরঘাটের বিভিন্ন নাট্যসংস্থা নিরলস পরিশ্রম করে কিভাবে নাট্যশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি হয়নি। এই বিষয়ে কোনো গবেষণা কর্ম হয়নি। স্থানীয় কিছু পত্রপত্রিকা ব্যাতীত বালুরঘাটে যে সমস্ত নাটককার রয়েছে তাঁরা এখনও নাট্যালোচনায় স্থান পাননি। আমি আমার গবেষণায় উক্ত বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছি। ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৯০৯ সাল থেকে ২০০৮ সাল

পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্য আন্দোলনকে সুসংহত ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।। সব শেষে রয়েছে মূল্যায়ন। অধ্যায় ছ'টি নিম্নরূপ-

১. বালুরঘাটের সাধারণ পরিচয়। (আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে)

২. প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের নাট্যসংস্কৃতি ও বালুরঘাট।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ও ত্রিতীর্থ।

৪. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ও বালুরঘাটে অন্যান্য দলের আবির্ভাব।

৫. বালুরঘাটের নাটককার ও নাটক।

৬. বালুরঘাটের বিশিষ্ট কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক ও নেপথ্যকর্মীর সাধারণ পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে অখন্ড ভারতের দিনাজপুর জেলা গঠন, ১৯০৪ সালে বালুরঘাট মহকুমার গোড়াপত্তন, দিনাজপুর জেলা থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠন এবং পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙ্গে কিভাবে ১৯৯২ সালের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৈরি হল। দেখানো হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমা পরিধি। রাজনৈতিক চালচিত্র, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানব সম্পদ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভাষা, ইত্যাদি। অর্থাৎ বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বালুরঘাটের নাট্য সংস্কৃতির পরিচয়। স্বাধীনতার পূর্বে তথাকথিত দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় মাত্র দুটি নাট্যসংস্থা ছিল- ১. বালুরঘাট নাট্যমন্দির (বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন)-১৯০৯, ২. বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা-১৯৪২। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে বালুরঘাটে কী ধরণের নাটক অভিনীত হত, বিদ্যুৎ বিহীন মঞ্চে কেমন করে আলোর ব্যবস্থা হত, কেমন করে সঙ্গীত পরিবেশন হত নাটক অভিনয়ের সময় সীমা কি ছিল, কত নাটক অভিনয় হয়েছে, অভিনেতাদের নাম ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিয়েছি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ও ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার ভূমিকা।রাজধানী কলকাতাতে গড়ে উঠেছিল গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। এই আন্দোলনের জোয়ার কলকাতা শহরের গন্ডী অতিক্রম করে গ্রাম বাংলাতেও লেগেছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে অধুনা দক্ষিণ দিনাজপুরে অনেকগুলি গ্রুপ থিয়েটার গড়ে উঠে। দক্ষিণ দিনাজপুরে যতগুলি সংস্থা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সর্বাগ্রে ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থা। নির্মলেন্দু তালুকদার, অবিনাশ দত্ত, সত্যরঞ্জন তালুকদার, প্রভাষ সমাজদার, পুষ্প সমাজদার, কানাই দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব মিলে ও নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পুষ্প সমাজদার-এর বাড়িতে ১৯৬৯ সালের ২৬শে আগষ্ট ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ত্রিতীর্থ

মোট ৫৮টি নাটক পরিবেশন করেছে। 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থার উৎপত্তি, তাঁদের কার্যকলাপ, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রেখেছি বালুরঘাটের সমস্তগ্রুপ থিয়েটার ও দুটি গণনাট্যসংস্থা (বালুরঘাট শাখা ও শপথ শাখা) বালুরঘাটের নাট্য আন্দোলনকে বয়ে নিয়ে চলেছে তা দেখানো হয়েছে। কলকাতাতে যখন একের পর এক গ্রুপ থিয়েটার গঠিত হতে থাকল তখন অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর শহরেও বেশ কতকগুলির গ্রুপ থিয়েটার তৈরি হল 'তরুণতীর্থ'(১৯৫২-৫৩), 'ত্রিশূল'(১৯৫৯), 'ত্রিতীর্থ',(১৯৬৯) 'তূণীর' (১৯৭৩), 'প্রগতি', 'লোকায়ন', 'দর্পণ' ইত্যাদি। উক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে কতকগুলি লুপ্ত হয়েছে, আর কতকগুলি নাট্যসংস্থা নাট্যাভিনয়, নাটকের ওয়ার্কসপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সামাজিক প্রচার করে চলেছে। আত্রেয়ী নদীর ধারে ছোট শহর বালুরঘাট কিন্তু এখানে বিনোদনপ্রিয়, শিক্ষানুরাগী, মানুষেরা নাটকের অভিনয়, নাট্যালোচনার মধ্য দিয়ে বালুরঘাটে নাট্যপ্রবাহকে বজায় রেখেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে বালুরঘাটের নাটককার ও নাটক। গ্রুপ থিয়েটার সৃষ্টির পর বহু নাটককার তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। নিজেদের গ্রুপের জন্যই তাঁরা নাটক লেখেন আবার কখনো অন্যগ্রুপের জন্যও নাটক লেখেন। দক্ষিণ দিনাজপুরে বেশ কয়েকজন নাটককার রয়েছেন। শুধু গ্রুপ থিয়েটার নয়, গ্রুপথিয়েটারের পূর্বেই নাটককার মন্মথ রায় নাটক লিখেছেন বালুরঘাটে বসে। এখানকার নাটককারদের (হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ছাড়া) নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে মুদ্রিত হয়নি। আমি উক্ত নাটককারদের নাটকের সরাসরি পান্ডুলিপি বা সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তিকরে নাটক গুলির আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সাধারণ পরিচয় যাঁদের ছাড়া নাটক মঞ্চস্থ হওয়া সম্ভব নয়। নাটকের লিখিত রূপকে দৃশ্য ও শ্রাব্য করে তোলেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, দর্শক। এঁদের মিলিত প্রয়াসই নাটকের সার্থকতা। তাই নাট্যালোচনার সঙ্গে অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক ও নেপথ্যকর্মী রয়েছেন যাঁরা ক্ষুদ্র গন্ডীতে আবদ্ধ, তাঁদের পরিচয় আমাদের অজানা। বালুরঘাটের কয়েকজন বিশিষ্ট অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক ও নেপথ্যকর্মীর সাধারণ পরিচয় তুলে ধরেছি। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে রয়েছে তথ্যসূত্র।

সবশেষে রয়েছে বালুরঘাটের নাট্যচর্চার মূল্যায়ন। ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে গবেষণা মূলক আলোচনায় এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বালুরঘাটের তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্যচর্চা তুলে ধরেছি। গবেষণা লব্ধ বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করেছি। সমগ্র বাংলা নাটকের ইতিহাসে ও বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের ইতিহাসে বালুরঘাটের নাট্যচর্চাকে সংযুক্তি করার প্রয়াস দেখিয়েছি। পরিশিষ্ট অংশে কিছু 'নির্বাচিত চিত্র' সংযোজন করেছি। রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘন্ট।